প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

চিত্র-কল্পনা :
সন্ধ্যা গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্কন :
নারায়ন দেবনাথ

মুদ্রণ :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

মেঘদূত ও ঋতুসংহারে মহাকবি কালিদাস যে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারই অনুকল্প রসরচনা তাঁহার পুষ্পবাণ, শৃঙ্গারতিলক ও শৃঙ্গাররসাষ্টক। পুষ্পবাণকে খণ্ডকাব্য বলা চলে। তবে শৃঙ্গারতিলক ও শৃঙ্গাররসাষ্টক ঠিক কাব্য নয়, কয়েকটী খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কাব্যই হোক আর কবিতা সমষ্টিই হোক, এই তিনটি খণ্ড রচনাতেও মহাকবির স্বাভাবিক রসব্যঞ্জনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চিরন্তন পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের নিবিড় আকর্ষণে যুগে যুগে প্রিয় ও দয়িতা রূপে মাটির পৃথিবীতে যে অমৃতের উৎস প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই সন্ধান মহাকবি করিয়াছেন তাঁহার অলৌকিক কবি প্রতিভার মর্মদর্শী তীক্ষ্ণদৃষ্টির অনুবীক্ষণে। তাই তাঁহার প্রত্যেকটী কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে নর-নারীর গোপন মনের কথা।

'ত্রিবেনী' মহাকবি কালিদাসের ওই তিনখানি কাব্য-মঞ্জুষা অবলম্বনে রচিত। প্রত্যেকটী কবিতার ভাবানুবাদ করিয়া 'ত্রিবেনীর কবি' সহজ সচ্ছন্দ ও সাবলীল কবিতায় মহাকবির অমৃতময় রসধারা আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন। অনুবাদে কাব্যের মূলরস কোথাও ব্যাহত হয় নাই। 'ত্রিবেনী' রস-পিপাসু বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দিবে।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ
৩৭, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট
ক লি কা তা - ৯

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অনন্তের যাত্রী মানুষ-

এই যাত্রাপথে যখন মন হয় ক্লান্ত, দেহ হয় শ্রান্ত,—সে খোঁজে একটু আশ্রয়, একটু মায়া, বালুচরে বাঁধে তার খেলাঘর মনের মাধুরী দিয়ে। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বেজে ওঠে অসীমের বাঁশী, সুদূরের স্বপ্ন জাগে তার চোখে, অসীমের পদধ্বনি বাজে তার বুকে,—খেলাঘরের মায়াজাল ছিন্ন ক'রে তাকে এগিয়ে যেতে হয় অজানার অভিসারে।

কিন্তু তবুও—মৃদুল পায়ে বসন্তের মলয়ানিল যখন বনানীর কুসুম প্রিয়ার কপোলে ঢালে অধর সুধায়, বুলিয়ে দেয় সোহাগ মধুর পরশ,—তখন কুসুম প্রিয়া ধরা দেয় দয়িতের বাহু বন্ধনে, কারণ সে অমর হ'য়ে বাঁচতে চায় এ মর জগতে নবতর সৃষ্টির মাঝে নিজেকে বিকশিত করে।

মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে রয়েছে এই অমরতা লাভের অসীম প্রয়াস। সৃষ্টির আনন্দই-অমরতা লাভের প্রধান উপায়। যৌবন সরসী নীরে তাই যুগে যুগে ফুটে ওঠে প্রেমের অমৃত শতদল, মনের মাধবীতলে চলে প্রিয় ও প্রিয়ার, নর ও নারীর মিলন বিরহ আলো-ছায়ার চিরন্তন চির-পবিত্র লীলা।

নব প্রেম অনুরাগে প্রেমবিলাসিনী কামনা করে দয়িতের নিবিড় সঙ্গ আকুল আগ্রহে সাগরের পানে প্রবাহিত হয় নৃত্যচপলা তটিনী।

বর্ত্তমান অনুদিত কাব্যত্রয় এই চিরন্তন সত্যের স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

সীমার মাঝে অসীমের, সান্তর মাঝে অনন্তের, অনুভূতিই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য।

দেহাতীত কামগন্ধবিহীন প্রেম যে দেহজ ও কামজ প্রেমকে আশ্রয় ক'রেই রূপান্তরিত হয়ে ওঠে আলোচ্য কাব্যত্রয়ে সেই মহান সত্যই রূপায়িত হয়েছে। তাই রাধা-কৃষ্ণ, হর-পার্ব্বতীর লীলার সাথে যুক্ত হয়েছে মানবীয় প্রেম।

কাঠ-খড় দিয়ে গড়া দেবী প্রতিমার কাঠামোকে আশ্রয় ক'রে মানুষের রসবোধ যেমন সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হ'তে পারে না, ঠিক যথাযথ অনুবাদ ও মনে গভীর রেখাপাতে সার্থক হ'য়ে ওঠে না। রস-সৃষ্টির প্রয়োজন বোধে বৈষ্ণব-সাহিত্য-রসসিন্ধু-নীরে ক'রতে হয়েছে অবগাহন —স্থানে স্থানে সাধিত হ'য়েছে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন।

কাব্যের প্রত্যেকটী শ্লোক স্বতন্ত্র ও অসংলগ্ন হওয়ায় "ত্রিবেনী"কে "ত্রিবেণী বলা যায় না, কারণ ত্রিবেণীর ন্যায় ত্রিধারা একত্র মিলিত হয় নাই।

রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্ব্বতী ও দেহজ প্রেম এই তিনের স্বতন্ত্র সংগ্রহই "ত্রিবেনী" ত্রি—ত্রিনয়ন (শিব), বে—বেণুধর (কৃষ্ণ), নী—নীলকমল (দয়িতের প্রতীক)।

বাণীর মণি দেউলে যদি এই মাটির প্রদীপ এতটুকুও স্থান পায় তবুও সে ধন্য হবে, কারণ অযোগ্যের উপরই হয় মাতৃ-স্নেহ সুধার নিত্যবরিষণ।

কলিকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩৬০

অনুবাদক

তারিখ

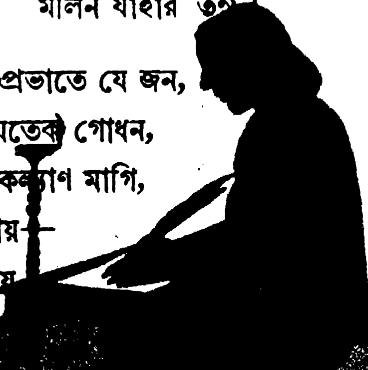
উ
প
হা
র

ত্রিবেণী

(এক)

বন্দনা করি তাঁয়—
মোহনিয়া যাঁর মুরলী মধুরে
ব্রজ-বধূ মুরছায়।
রূপ মাধুরীতে উজলিয়া তনু
রসময়ী গোপবালা,
গলদেশে যাঁর দোলাইয়া দেয়
মৃণাল ভুজের মালা।
কুচ পরশনে বিগলিত যাঁর
মলয়জ, চুয়া রেণু,
আন্ বঁধূ সনে রজনী জাগিয়া
মলিন যাঁহার তনু।

বাজাইয়া বেণু প্রভাতে যে জন,
আকুল করিল যতেক গোধন,
অখিল নিখিল কল্যাণ মাগি,
অঞ্জলি দিনু পায়—
বন্দনা করি তাঁয়।





(দুই)

চির-যৌবনা গোপ লালনার,
মরমের শতদলে ;
সোহাগ-সুধায় ঢালিছে যে জন,
প্রতিপল অনুপলে।

যাঁহার চরিত ভুবন-বিদিত,
নন্দ তনুজ যেই ;
তাঁরি লীলা-প্রেম বিতরিতে আজি,
রচিনু কাব্য এই।

করুণা নয়নে চাহগো ভারতী,
লহগো প্রণতি মোর ;
তব সুভাশীষ অরুণ বিভায়,
নাশ গো তামস ঘোর।

পু
ষ্প
বা
ণ
বিলাসম্

অতনুর-প্রিয়া জিনি ভুরু যার,
হরিণ নয়না যবে ;
হেরিল তাহার বল্লভ-ভানু,
উদিত আঁখির নভে।
অমিয়-কমল মানস-সলিলে,
টলমল করি উঠি ;
প্রিয়তম প্রেম পরাণ ভরিয়া,
লইল যতনে লুটি।

বিজন বীথি মোহন মায়ায়,
মিলিতে নাগর সাথে ;
লাবণী ললিতা তনু ললনার,
জেগে ওঠে ইসারাতে

উরস শৈলে মরম বঁধুয়া,
রোপিলে বাহুর-তরু ;
পরম-পুলকে দেহ-বল্লরী,
কাঁপিয়া উঠিল ভীরু।
ভুজ ডোরে যবে বিনোদিয়া বাঁধে,
প্রিয়তমা চারু গলে ;
যতনে জড়ানো কটীতট বাস,
লুটিল ধূলির তলে।





(চার)

আধ বিকশিতা কমল-কলিকা,
রচিল যাহার হাসি ;
আননে যাহার মাধুরী ঢালিল,
অযুত রূপালী শশী।

সেই সে মানসী হেরিয়া আমারে,
ফেলিয়া বুকের বাস ;
হেম-গিরি সম কুচ যুগে তার,
বহাল দীরঘশ্বাস।

নিজ করতলে রাখিয়া কপোল,
চাহি মোর পথ পানে ;
অনুখণ প্রিয়া আপনা হারায়,
সুমধুর আশা তানে।



পু
ষ্প
বা
ণ
বিলাসম

(পাঁচ)

মধু মাধবীর লতায় লতায়,
শ্যামল মুকুল কুল ;
বিকশিত হয়ে ধরণীরে করে,
অমরার সমতুল।

মলয় অনিল পরশে কোকিলা,
উতলা বিরহী প্রাণে ;
বিগত দিনের সোহাগ মধুর,
মোহন স্বপন আনে।

কুসুম কাননে এস প্রিয়তমা,
বাসর জাগায়ে রাখি ;
নভেতে জাগিবে শশী সুবিমল,
তারি সাথে তব আঁখি





(ছয়)

চারু আননের বীথিকায় তব,
অধর-বিম্বে দেখি ;
মরমিয়া কোন অজানা বিহগ,
প্রেম লিপি দিল লিখি ।
মরম-বাসরে প্রণয়ের-ডোরে,
বাঁধিতে সে শুকে সখি ;
মনিকুন্তলা ! কবরী তোমার,
শিথিল আজি যে পেখি ।

তব ললাটের চন্দন, চুয়া,
তাহারে ভেটিতে বুঝি ;
শ্রম বারি লাগি পরাণ সজনি
বুঝি বা গিয়াছে মুছি !

কুসুম পেলব তনুলতিকায়,
কাঁটার আঘাত সহি ;
কানন হিয়ায় মিছে অভিসার,
নিঠুরে মরম কহি ।
যে কুসুম আশে এসেছিলে সখি,
হের তব ননদিনী ;
সেই ফুলদল পরিমল লয়ে,
ফিরিতেছে গরবিনী ।

(সাত)

প্রিয়তম সাথে বিহারের শেষে,
বিনোদিনী যবে আসে ;
হেরিয়া তাহারে রসিক সুজন,
কহিছে মধুর ভাষে।

একটি করের কিশলয়ে ধরি,
বিগলিতা কেশ-পাশ ;
আর করে ধনী টানিয়া দিতেছে,
যতনে বুকের বাস।

তাম্বুল-রাগে রাঙায়ে অধর,
মুছিয়া তনুর শোভা ;
প্রিয় বাসরের অভিসার শেষে,
বাহিরিলা মনোলোভা।





(আট)

শোন লো পরাণ প্রিয়া !
পরবাসে যাবে পরাণ বঁধুয়া,
বিরহে দহিছে হিয়া।

সুধা বরিষণে বিরহী হিয়ায়
জুড়ায় যে মধুশশী ;
বিহনে বঁধুয়া সেই সুধাকর,
উগারে অনল রাশি।

কোকিল কূজন শুনিয়া সুজন,
প্রেমেতে মগন রহে ;
প্রিয় হারা হলে সে সুর লহরী,
মদন জ্বালায় দহে।

চির সুশীতল মলয় অনিল,
জুড়ায় অখিল প্রাণ ;
বিরহী হিয়ায় মলয় বীণায়,
বাজে সকরুণ তান।

(নয়)

নব পল্লবে,
রচা এ শয়নে,
জুড়াতে বিরহ জ্বালা ;
কর কমলের,
পরশে সজনি,
হয়েছে গরল ঢালা।
রতিপতি তাপে,
তনু-বল্লরী,
অনুখণ দহে মোর ;
প্রিয় বিরহের,
ব্যথা সকরুণ,
নাহিক দুখের ওর।





(দশ)

শোনগো অনুপম,
পরাণ প্রিয় মম,
সুদূর পথে আজি,
যেতে না চাহে হিয়া ;

কমল দীঘি পরে,
চাঁদের সুধা ঝরে,
বিরহী আঁখি মম,
হেরিতে চাহে প্রিয়া ।

শিশির মুকুতা মালিকা ঝলমল,
ফিরায়ে দিল আজি বিমনা শতদল,
লতিকা হেম আজি,
মাধুরী ধারা মুছি,
বঁধুয়া লাগি বুঝি,
কাঁদিছে মরমিয়া ।

প্রিয়ার আঁখি মাঝে,
শাওন মেঘরাজে,
বাদল বীণা বাজে,
বিরহ-গীতি নিয়া
প্রিয়ার ব্রজপুরে,
ত্যজিতে আঁখি ঝুরে,
নিও না মোরে দুরে,
নিঠুর দরদিয়া ।

পু
ষ্প
বা
ণ
বিলাসম্

(এগার)

দূতী সাথে নিজ কান্ত রমণ,
জানিয়া যুবতী ধনী ;
আভাষে শুধাল দূতীরে ভামিনী,
তাহার মরম বাণী ।

ঢল ঢল তব নয়ন কমল,
মলিন হয়েছে প্রিয়া ;
কহলো সজনি কুশল বারতা,
কাঁপিছে বিরহী হিয়া ।

তব ললাটের শ্যামলিমা মাঝে,
শিশির বিন্দু সম ;
শ্রমবারি তব প্রেম উৎপলে,
সৃজিয়াছে নিরুপম ।

প্রিয় পাশে প্রেম সন্দেশ বুঝি,
চন্দ্র-আতপে বহি ;
সঘনে বহিছে নিশ্বাস তব,
মরম বেদনা সহি ।

(বার)

দুরন্ত বসন্ত
সহন না যায়গো
সহন না যায় ;

করুণ কিশলয়ে
রচিয়া শয়ন গো
হিয়া না জুড়ায় গো
হিয়া না জুড়ায় ।

কান্ত বিরহে চপল নয়না,
মরণ কামনা করি ;
বেদনা-সায়রে ডুবাইতে চাহে
তাহার মানস তরী ।



(তের)

প্রিয় পথ পানে
প্রিয়তম প্রেম
মধুর মিলন মাগি,
মোহন আবেশে
অমিয় তিয়াসে
নীরবে রহিছে জাগি।

মিলন লগন অবসান যবে
বঁধুয়া না এলে ফিরি,
হিয়ার রাধিকা দূতীরে পাঠায়
ভেটিতে মথুরাপুরী।

কোকিল-কূজন ঢালেনাকো আর
মধু মিলনের সুর,
রূপালী জোছনা সুধা বরিষণে
হিয়া নহে ভরপুর।
হয়েছে শ্রীহীনা তনু বল্লরী
মদন অনলে দহি,
রূপের কমল হারাল মাধুরী
বিরহ দহন সহি।

বৃথা কাল তুমি
করিছ হরণ
রমণীরমণ বঁধু,
মিছে কর লাজ
করিবারে পান
পীরিতি রসের মধু।





[[illegible]]

(চৌদ্দ)

আঁধিয়ার নভে শুকতারা সম
কৃষ্ণা কবরী তলে,
সুধা সায়রের কমল মুকুল
মলয়া পরশে দোলে।
মোহন স্বপন আবেশে তাহার
সঘনে কাঁপিছে হিয়া,
পুলকে উজলি মন বীণা গাহে
মাধুরী মিশায়ে দিয়া।
নিদ্‌হারা চাঁদ অঘোরে ঘুমায়
মেঘ বঁধুয়ার কোরে,
মরম বাসরে আশার দেউটি
নিভে আসে ধীরে ধীরে
নিরমম বঁধু আশা পথ চাহি
রজনী পোহায়ে যায়,
সাথীহারা কাঁদে মরমিয়া লাগি
বিরহের বরিষায়।

ভুখিয়া তাহারে কহিছে সজনি
ধরহ ধৈরজ প্রিয়া,
মিলন মলয় বহায়ে বঁধুয়া
শীতল করিবে হিয়া।
রাতের শেফালী এখনও ঝরেনি
শ্যামল তৃণের কোলে,
বিরহ তাহার শিশির ধারায়
উঠে নাই ঝলমলে।
কাজল মাখানো দীঘল নয়নে
সজল মুকুতাগুলি,
হিরণ বরণ আননে তোমার
কালিমা রাখিবে ঢালি।
অমল কমল মালিকা সজনি
তাপিত পরশে তব,
মাধুরী দিপিকা নিভাইয়া বুঝি
শিব হতে হল শব।

কনক-লতিকা তনুতব সখি
শয়নে বিছায়ে দিয়া,
অঙ্গরাগের অনুরাগ লিপি
মুছিয়া ফেল না প্রিয়া।
আঁখি-কমলের গাগরি ভরিয়া
রেখ না বেদনা বারি,
জীবন-যমুনা সলিলে ভাসিবে
বঁধুয়া মিলন তরী।

[গানের]



(পনের)

নিশার বাসরে দিনমণি যবে,
হারাইবে ধীরে ধীরে ;
বিরহ শিশির ঝরিবে যখন,
প্রেমের সমাধি তীরে।

সেই বেদনার তমাল হিয়ায়,
মোদের মিলন লিখা ;
উজলিয়া উঠি ওগো স্থনয়না
আঁকিবে বিজয় টীকা।

পরাণ বঁধুয়া মিলন লগন
দুতীরে কহিতে ধনী ;
স্থমেরু জিনিয়া কুচগিরি পরে,
কাজল মাখিলা রাণী।

রতন মালিকা যতন করিয়া,
বসনে ঢাকিয়া রাখি ;
মরম বারতা আভাবে জানায়,
পুলক উজলা আঁখি।

পু
ষ্প
বা
ণ
বিলাসম্

(ধোল)

নব যৌবনা ললনা নেহারি,
অতনু অনলে দহি ;
সহচরে তার জানাল তরুণ,
মরম বেদনা কহি।
ও মুখ কমলে দরদিয়া শশী,
কৌমুদী দিল ঢালি ;
সুঠাম অধরে শ্রীফল কান্তি,
মাধুরী দিয়েছে গুলি।



মৃদুল চরণে কমল মুকুল,
কুচযুগে ললিতার ;
আপনা বিকাশি গাঁথিয়া তুলিল
মণিময় চারু হার।
ভুজ ডোরে তার শোভে কোকনদ,
প্রবাল চরণ তলে ;
রূপের-দীপালী ধরার ধূলায়
নিতি যেন ঝলমলে।



(সতের)

প্রিয় পাশে দূতী ! সন্দেশ মম,
বহন করিতে সখি !
তনু-লতিকার অমল কান্তি,
মলিন হয়েছে দেখি।

পরদুখে দুখী তব সম বুঝি,
নাহি কেহ ভব মাঝে ;
তাইত তোমারে পাঠানু সজনি,
ভেটিতে নাগর রাজে।

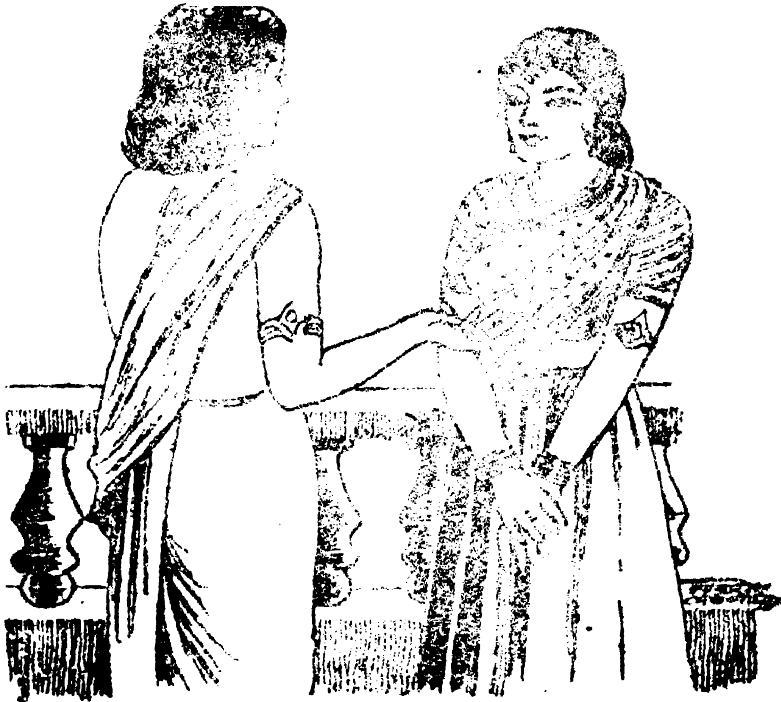
সফল হয়েছে গরবিনী তব,
শ্রমবারি সুধা ঢালা ;
সাগর তনয়া শ্রম বিনা কভু,
দেয়না বরণ মালা।

(আঠার)

চারু-কবরীতে প্রিয়তমা আর,
পরেনা কুসুম-মালা ;
প্রিয়া-ললাটের কুমকুম ভানু,
আঁধারে করে না আলা।

মলয়জ চুয়া মৃগমদে সখি !
সুরভিত করি তনু ;
সখা সনে আর করে নাকো কেলী,
নীরব মুখর বেণু।

গরবিনী ধনী হয়েছে মানিনী
কী কারণ নাহি জানি,
শুধাইলে তারে না কহে সজনি
না কহে মরম বাণী।





(উনিশ)

বিফল প্রেমের পূজারী প্রিয়ায়,
নিরালায় কহে ডাকি;
পাষাণের বুকে এতকাল বুঝি,
মরম পাঠানু লিখি।

মানস-কানন তলে,
স্মৃতি-পারিজাত অনুরাগ-বায়ে,
আজো কী উঠেনা দুলে!
মনে কী জাগে না মধুবনে প্রিয়া,
মিলন মদির আঁখি।

নব মিলনের হেম লতিকায়,
অধরের সুধা কলি;
পরশে আমার কুচ-কমলেতে,
পরিমল দিত ঢালি।

আমারে ভুলিয়া রহ তুমি প্রিয়া,
নাহি মোর অভিমান;
জীবন বীণায় বিরহে তোমার,
বাজে সকরুণ তান।

(কুড়ি)

শোন হে নাগর রায় !
বিহণে তোমার বঁধু-প্রাণ-দীপ,
বুঝি বা নিভিয়া যায়।

যেই বিনোদিনী আনন নেহারি,
নিশাপতি পায় লাজ ;
শুকনিন্দিত সুমধুর বাণী,
যাহার ভুবন মাঝ।

নিশ্বাসে যার মধুর সুরভি,
কমলে নিন্দে সখা ;
বিরহ-মেঘের নিবিড় আঁধারে,
মিলনের-নভ ঢাকা।





(একুশ)

বীণা হতে মধু
সংগীত-তার
জোছনা জিনিয়া
হাসি ;
উৎপল যিনি
নয়ন যুগল
বরণে বিজলী
রাশি।

ত্রি
বে
ণী

(বাইশ)

প্রেম পল্লবে প্রাণবল্লভ !
ঝরায়োনা তুমি আজি ;
নিওনা বিদায় মিনতি জানায়
অশ্রু কুসুম রাজি ।



বিরহে তোমার তনু শতদল
জানিগো হারাবে মধু ;
নভনীলে মম ওগো নিরমম !
উদিবেনা আর বিধু ।

শীতল চাঁদের পরশ লভিয়া
মলয়া সরসী জলে ।
কুসুম বঁধুয়া মিলন বাসরে,
মলয়জ, চূয়া ঢালে ।

বিরহ তাপিত চিত প্রিয় মোর
মিলন নেহারি শুধু !
তুহিন শীতল তনুলতা মম
মরণে হারাবে বঁধু ।



(তেইশ)

পরাণ বঁধুয়া মম।
তোমার তুলনা তুমি হে কেবল
তুমি চির অনুপম।

নিশি অবসানে নবারুণরাগে
মিলন বাসরে মম,
দরশন দিতে আসিয়াছ সখা
তব প্রেম নিরুপম।

কুমকুম লেখা শোভে বুকে তব
অরুণ বরণ আঁখি ;
রজনী জাগিয়া মম ভুজে বুঝি
বাঁধিলে প্রণয়-রাখী।

সজনি লইয়া
মধুনিশি যাপি
বুঝি বা প্রভাত ক্ষণে ;
আমার প্রেমের
নিভু নিভু দীপ
জ্বলিল তোমার মনে।

(চব্বিশ)

সুধা-মুকুলিতা প্রাণসখা মম !
ভোল ভোল অভিমান ;
জীবন বাসরে গাহিওনা প্রিয়া
বিরহ করুণ গান ।

তব নয়নের অনল শিখায়
অকারণে কেন প্রিয়া ;
মমতা বিহীনা অকরুণা সখি !
দহিছ আমার হিয়া ।

মরম-বিটপী পরে মম প্রিয়া !
তব বাণী কুহু কেকা ;
অমিয় বরষি অযুত ধারায়,
লিখুক মিলন লিখা ।





(পঁচিশ)

সখি! কহিব কী তোরে হায়,
এ নব মানিনী মান নিহারি;
সরমে পরাণ যায়।

মিলন মাগিয়া পরাণ বঁধুয়া
কুটীরে আসিলে সখি,
এ নব নাগরী না মেলি নয়ন
মুদিয়া রহে গো আঁখি।

বিফল বাসনা মরমে লুকায়ে!
বঁধূ যবে গেল দূরে;
নয়ন যুগলে শাওনের ধারা
অনুখণ সখি ঝুরে।

মধুরাতে সেই বঁধু লয়ে সাথে
সখিগণ যবে আসে;
এ মানিনী ধনি কহিল না বাণী
তুষিল না মধু ভাষে।

[ছাব্বিশ]

(ছাব্বিশ)

শোন হে বিনোদ রায় !
অনুপমা মম সখি-বাণী শুনি
কোকিল মূরছা যায় ।

নয়ন কমল চারু
হেরিয়া হরিণী সরমে লুকায়,
মরমের ব্যথা গুরু ।

হেরিয়া বরণ তার,
কনক-লতিকা কৃষ্ণা হইয়া,
ঢালিছে আঁধিকা ধার ।

রূপ গরবিণী সেই সে প্রিয়ার
পরশ লভিলে প্রিয় !
মিলন-অমিয় পান করি সখা !
হিয়া হবে রমণীয় ।



শৃঙ্গার চিত্রকল্প

(এক)

দেহ সরসীর মাধুরী সলিলে,
আননের শতদল ;
শত প্রেমিকের মরমী হিয়ায়,
বরষিছে পরিমল !

নয়ন যুগলে শফরী খেলায়,
বাহুতে মৃণাল দোলে ;
সুধা পয়োধর বিহগীর প্রায়,
কামনা দীপালী জ্বালে ।

শৈবাল সম মেঘ-কুন্তল,
আনন কমলে কিবা ;
লাবনি ঢালিয়া অবণী আঁধারে,
সৃজিল চাঁদের শোভা ।

নারী-যৌবন-মধুদীঘিকায়,
নিরমিল তাই বিধি ;
অযুত বিরহী অমিয় সিনানে,
জুড়ায় তাপিত হৃদি ।

(দুই)

মধু সন্ধ্যায় মিলন-বাসরে,
বঁধূ যদি নাহি আসে ;
সোহাগে চুমিয়া অরুণ-অধরে,
নাহি বাঁধে ভুজ-পাশে ;

বিরহ-অনলে তেয়াগিয়া তনু,
জনম লভিয়া পুনঃ,
বঁধূরে করিয়া বিরহিণী প্রিয়া,
দহি তার হিয়া হেন ।

মলয়া পরশে কোকিলা যখন,
পরাণ উতলা করে ;
সে সুর লহরী পরশি মরমে,
নয়নে শাওন ঝরে ।

নিষাদ হইয়া কোকিলে বধিয়া,
জুড়াব বিরহ জ্বালা ;
প্রেমের-গোকুলে পীরিতি-মুরলী,
আর না বাজাবে কালা ।

উমাপতি সম আঁখির অনলে,
অতনু বিনাশি প্রিয়া ;
স্মৃতির দেউলে প্রেম-মণিদীপ ;
কভু না জ্বালাবে হিয়া ।

অমল ইন্দু হেরি নীলিমায়,
আঁখি-যমুনায় ভাসি ;
সে সুধা সায়রে রাহু হয়ে যেন,
পলকে ফেলি গো নাশি ।

শৃ
ঙ্গা
র
তিলকম্

(তিন)

সখি শুধাইতে বাসি লাজ
মলয়জ, চূয়া অমলিন কেন
কপোল নলিনী মাঝ।

কনক গাগরি কুচযুগ পরি
রজনী বিলাসে বঁধু;
ঢালে নাই কীগো চির-রমণীয়,
পীরিতি অধর মধু ?

ওগো গরবিণী বহুদিন পরে,
বঁধুয়া লইলে কোরে ;
বাহুর বাঁধন করিয়া শিথিল,
অভিমানে গেলে দূরে ?

শিশুমদনের তুহিন পরশে
রতির কামনা কলি,
চাহে নাই কীগো মিলন লগনে
সলাজ নয়ন মেলি ?

(চার)

গত রজনীর মিলন কাহিনী
কহিনু সজনি তোরে ;
রতি জিনি মম যৌবন হেরি
নাগর কাঁপিছে ডরে।

পরশ বিহীন, দীরঘ বরষ,
কেমনে কাটালে বল ;
মানস-সায়রে স্মৃতি-শতদল,
করে নাকি টলমল ?

এ সব কুশল বারতা শুধাতে
আধ রজনীর সখি !
হল অবসান, বুঝিনু বিচারি
আধ রজনী বাকী।

বেদনা বিধুর উষর মরুতে
বহাতে সোহাগ ধারা ;
মিছা অভিমানে চাহিনু বঁধুরে,
করিতে পাগল পারা।

আলো ও ছায়ায় চেয়েছিনু যবে
মিটাতে পরম তৃষা ;
বাসর প্রদীপ নিভায়ে উদিল
মৃদুল চরণে উষা।



(পাঁচ)

মুকুলিতা মম অশোক কাননে,
যৌবন দিলে দোলা ;
প্রেম-পারিজাতে বঁধু দরদিয়া
গাঁথিল প্রণয় মালা।

তুহিন শীতল পরশে বঁধুর,
হরষে জাগিল হিয়া ;
মিলন-রজনী হল অবসান,
স্বপন-অমিয় পিয়া !

সে বড় নাগর শিশু নহে সখি !
নাহি মোর অভিমান ;
মরম কহিনু সজনি তোমায়,
মনে না ভাবিহ আন।

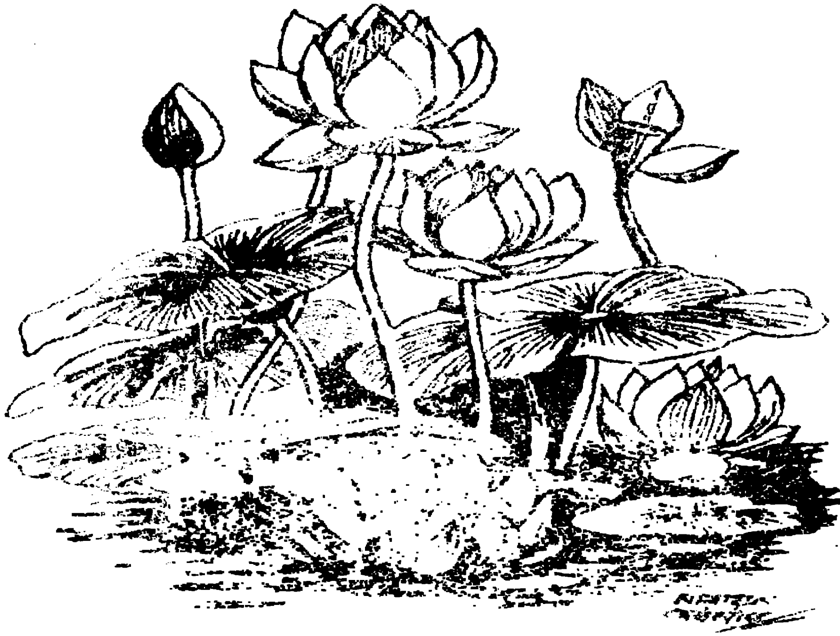
(ছয়)

মরি কি তনুর শোভা।
বিরহী মনের আঁধিয়ার নভে,
অযুত অরুণ বিভা।

দশনে তোমার শোভিছে কুন্দ,
নীল কমল নয়নে;
নব কিশলয় ও চারু অধরে,
চম্পক তব বরণে।

কুসুম জিনিয়া তনু সুকোমল,
হিয়া নিরমিল বুঝিবা উপল।
নয়নে বহিছে তাই আঁখিজল,
মসীময় হল নিভা।





(সাত)

নীলকণ্ঠ বিহগ হেরিল যে জন,
কমল কানন মাঝে;
অমরার যত অতুল বিভব,
ভুবনে তাহার রাজে।

আনন-কমলে নীলকণ্ঠ,
নিরুপম হেরি আঁখি;
ব্যথা-বিগলিতা রজনী হইবে,
অনুরাগে রাঙা সখি।

(আট)

ওগো সুনয়না খঞ্জন সমা,
নয়ন যুগল তব ;
কামের দেউলে দীপিকা উজলি,
রচিলা কবিতা নব ।

সে দীপ শিখার আলোকে সজনি !
পুলক জাগিল মনে ;
মুখর হইল হিয়া বীণা মম,
প্রেমের মধুর তানে ।





(নয়)

রূপ-সায়রের কমলিনী ধনী,
বাহিরে যেওনা প্রিয়া ;
গ্রহণ লগন ঘনাল এখন,
সভয়ে কাঁপিছে হিয়া !

ও রূপমাধুরী হেরিয়া সজনি !
চাঁদেরে ছাড়িয়া রাহু ;
আনন সুধায় মিটাইতে তৃষা,
বুঝি বা বাড়াবে বাহু ।

(দশ)

পঙ্ক লেপন অগ্নিদহণ,
শত শতবার সহি ;
সফল তোমার জনম কুম্ভ,
প্রিয়তমা বুকে রহি।

গাগরি ভরণে প্রিয়তমা যবে,
বনপথে ধীরে চলে ;
বাহু-লতিকার পরশনে তব,
সমীরণে হিয়া দোলে।

ভবের দেউলে দুখের পূজারী,
শোণিতে রাঙায়ে জবা ;
লভিয়াছ তুমি বিনিময়ে তার,
প্রিয়া-কুচ মনোলোভা।





(এগার)

আশা মণিময় দীপিকা জ্বালায়ে,
জীবন বাসর তলে ;
রজনী জাগিয়া বিরহিণী প্রিয়া,
তিতিল নয়ন জলে।

প্রভাতে নাগর আইল যখন,
হেরিয়া তাহারে রোষে ;
কুপিতা কামিনী কহিলা তাহারে,
মমতা বিহীন ভাষে।

এ মুখ কমলে অধরের-সুধা,
ঢালিছ নিলাজ বঁধু ;
বিরহ ব্যথায় বামরু হয়েছে,
নাহিক প্রেমের মধু।

সুরভি বিহীন বিরহ মিলন,
কুসুম প্রিয়ার লাগি ;
মিলন লগনে ঢালে কীগো প্রেম,
ভ্রমরা বঁধুর আঁখি ?

হারায়েছে তনু মাধুরী তাহার,
রজনী জাগিয়া হায় ;
চঞ্চল তুমি অঞ্চল ছাড়ি,
যাও যথা হিয়া চায়।

ত্রি
বে
ণী

শৃ
ঙ্গা
র
তিলকম্

(বার)

পূজারিণী বেশে ধরার দেউলে,
সন্ধ্যা নামিলে ধীরে ;
নীড়হারা পাখী অলস পাখায়,
ফিরিলে আপন নীড়ে ।

প্রবাসী পথিক বিরহিণী সাথে,
রজনী যাপিতে চাহে ;
আভাসে তাহারে বাসনা জানায়ে,
চটুল নয়না কহে ।



আমারে ছাড়িয়া, পণ্যের লাগি,
পরবাসে গেছে পতি,
সাথীহারা হিয়া রহে জাগি যেন,
মদন বিরহে রতি ।
পৌত্রে হেরিতে, জামাতার গৃহে,
জননী গেছেন চলি ;
চির যৌবনা, আমি যে বঁধূয়া,
কেমনে রহিতে বলি ।

(তের)

সুর সুন্দরী চমকিলে নভে,
কাম বিলাসিনী বালা ;
প্রেম চুম্বনে বাহু বন্ধনে,
গাঁথিছে মিলন মালা।

বুঝিল না হায় তরুণীর হিয়া,
নিদ্রা কাতর পতি ;
বাদল ধারার মাদল গীতালি,
মরমে জাগায় রতি।

পথিকে ডাকিয়া কহিছে ষোড়শী,
ভাঙ ভাঙ তব ঘুম ;
রাঙা-অধরেতে ছড়াবেনা পতি,
প্রণয়ের-কুমকুম।

মম যৌবন কুসুম কাননে,
ওগো ও অচিন বঁধু।
কেমনে কহিগো করিবারে পান,
পীরিতি অধর মধু।

(চৌদ্দ)

বহে মৃদু বায় মধু সন্ধ্যায়,
তটিনী উঠিছে দুলি ;
সরসী প্রিয়ার কপোলেতে চাঁদ,
জোছনায় দিলে ঢালি ।

সে সুধা সায়রে সিনান করিতে,
জুড়াতে তাপিত হিয়া ;
রূপ গরবিণী হেরিয়া তরুণ,
উঠিল যে শিহরিয়া ।

ললিতা সে নয় নিষাদের সম,
নয়ন যুগল ধনু ;
বিলোল চাহনি ফুলশর সম,
বিঁধিছে হরিণ তনু ।



(পনের)

কোথায় চলেছো হে সখা আমার ?
চলেছো কোথায় ত্বরা ?
বৈদ্যবাটীতে ? কিবা প্রয়োজনে ?
তুমি কী গো প্রিয় হারা ?

আপন আলয়ে করহ গমন,
ধৈরজ ধর তুমি ;
সকল ব্যাধির রচিবে সমাধি,
প্রিয়ার তীর্থ ভূমি ।

বায়ু যদি তব হয়গো প্রবল,
প্রিয়া পয়োধর চারু ;
কর মর্দ্দন, বায়ু পলায়ন
আপনি হইবে শুরু ।

বাহু ডোরে বাঁধি ললিতা বঁধুরে,
অধরের-মধুপানে ;
পিত্ত তোমার হইবে ভৃত্য,
মজিয়া প্রিয়ার গানে ।

তন্দ্রা বিহীন রজনী জাগিয়া,
মিলিলে প্রিয়ার সাথে ;
শ্লেষ্মা আঁধার মিলাইবে প্রিয়,
প্রিয়া প্রেম জোছনাতে ।

(খোল)

অমিয় মাখানো ও দুটী নয়ন,
হেরি তব নিরুপমা ;
মনসিজ শরে তনু ভেল মোর,
জর জর অনুপমা ।

বিষের যেমন ঔষধ বিষ,
হে মোর পরাণ বঁধু ;
তাপিত এ চিত কর সুশীতল,
ঢালিয়া প্রেমের মধু ।





(সতের)

পঙ্কলেপন পয়নের পরে,
জ্বলে গো দহন শিখা,
শীত-চন্দন বিরহিণী ভালে,
আঁকে না মিলন টীকা।

মৃণাল-ভুজের কোমল মালায়,
প্রিয় যার গেল দলে ;
মলয়জ, তার চুয়া পরশনে,
দ্বিগুণ বিরহ জ্বলে।

ত্রি
বে
নী

(আঠার)

তব নয়নের মাধুরী হেরিয়া
হরিণী পালায় লাজে ;
বিজয় বারতা শর সম বুঝি,
পরাণে তাহার বাজে ।

হিমগিরি জিনি পয়োধর চারু,
করী নিতম্বে প্রিয়া ;
পরাভূত করি চপল ছন্দে,
উঠিতেছে আকুলিয়া ।

সেই পরাজয় কালিমা মুছিয়া,
ভুলি প্রিয়া অভিমান ;
মদ মাতোয়ারা সে করীকণ্ঠ,
গাহিছে বিজয় গান ।

(ঊনিশ)

ফুলের উপরে ফুলের বসতি,
শ্রবণে শুনেছি শুধু ;
নয়ন ভ্রমরা করেনিকো পান,
আজিও তাহার মধু ।

কিন্তু তোমার আঁখি দুটী প্রিয়া,
ও মুখ কমল মাঝে,
নীল উৎপল রূপ ধরি যেন,
মানস নয়নে রাজে ।

সফল হয়েছে জনম আমার,
হেরি তব আঁখি দুটী ;
কমলিনী বুকে ফুটিয়া কমল,
লইছে মাধুরী লুটি ।





(বিশ)

ঢল ঢল তব তনুর লাবনি,
ওগো ও রূপসী সখি !
অমর ভূধর জিনি কুচযুগ,
আজি যে পতিত দেখি।

তরুণেরে তবে কহিছে তরুণী,
শুন তবে মম সাথী ;
রাহুর পরশে মম কুচ যুগ,
কেমনে হারালো ভাতি।

অধোদেশ যদি করগো খনন,
তবে গিরি হিমালয় ;
ধরার ধূলায় হইয়া বিলীন,
হারাইবে পরিচয়।

দিবস রজনী মম অধোদেশ,
খনন করিছ প্রিয় ;
কুচ কুসুমের ঝর ঝর দল,
তাই নহে রমণীয়।

(একুশ)

উরবশী সমা ষোড়শী উরজে,
হেরি যে অনল শিখা ;
কভু বা উষ্ণ কভু সুশীতল,
কভু আঁকে প্রেম টীকা।

রহি যবে দূরে সেই পয়োধর,
আনে গো অনল জ্বালা ;
পরশনে তার হিয়া সুশীতল,
অমিয় মাধুরী ঢালা।





(বাইশ)

যাঁহার কিরণ কণিকা শিখায়,
উজলিয়া উঠে ধরা ;
সেই দিবাকরও অস্ত সায়রে,
পলকেতে হন হারা ।

পয়োধর তব পতিত হেরিয়া,
রূপালী রাতের সাকী ;
কাজল মাখানো দীঘল নয়ন,
সজল করো না সখি ।

আলোছায়া আর মিলন বিরহ,
ধরণীর চির সাথী ;
তন্দ্রুর বাসরে কভু যৌবন,
কভু বা বিদায় রাতি ।

(তেইশ)

নলিনী জিনিয়া নয়নে সজনি !
মাধুরী না হেরি প্রিয়া ;
অমিয়া লুকায়ে অনল বরষি,
দহিছ কেন গো হিয়া ।



ভুলেছ সজনি তুমি,
পীরিতি আরতি মধুরাতে কত,
গিয়াছি কপোল চুমি ।

জীবন-যমুনা-জলে দোঁহে কত
করিয়াছি মধু কেলী ;
দোঁহার অধরে দোঁহে কত সখি,
প্রণয় দিয়েছে ঢালি ।

ভোল সখি ভোল অভিমান ভোল,
মিনতি করিনু তোমা ;
বিরহ-মরুতে মিলন বাসর,
রচ তুমি নিরুপমা ।



(চব্বিশ)

রূপ সায়রের হেম কমলিনী
সুচারু লোচনা প্রিয়া ;
নিওনা বিদায় মনসিজ সাথী
ললিতা মানসী মায়া ।

নাহি কীগো হেথা মরমিয়া মম
প্রেম মথুরার রাজা ;
মন নিয়ে মোর লইলে বিদায়
হবে না কী তব সাজা ।

(পঁচিশ)

বিরহিণী প্রিয়া, প্রবাসী পতিরে,
করুণ লিপিকা লিখি,
প্রেম তুলিকায়, প্রণয়ের রাগে,
বেদনায় দিলো আঁকি,

জীবন দেবতা ! মিনতি তোমার,
হেথা না আসিও তুমি,
বিরহ শিখার দহনে দহিব
মরম বাসরে আমি।

হিমকর হেথা ঢালিতেছে প্রিয়া
তরল অনল শিখা ;
ঝরানো পাতার মর্ম্মরে কাঁদে
বিরহিণী কুহু, কেকা।





(ছাব্বিশ)

সে লিপিকা লভি প্রবাসী প্রেমিক,
প্রিয়ারে কহিছে ডাকি ;
মুছে ফেল তব আঁখি লোর প্রিয়া
কল্যানী মম সখি !

দিন দুই চারি
চন্দন বারি
ঢালিয়া মানসী প্রিয়া,
তব প্রেম-তরু
জীয়াইয়া রাখ
শীতল করিয়া হিয়া।

উৎপল জিনি সুচারু অধরে
সোহাগ সুধায় ঢালি,
হিয়া কমলের মিলন মধুর
গুনঠন দিব খুলি।

কুসুম বাসরে প্রেম শতদল,
চুম্বন চুয়া দিয়া,
শীতল করিব বঁধুয়া তোমার,
বিরহ তাপিত হিয়া।

অমরাবতীর নিশানাথ প্রিয়া
ঢালিয়া রূপালী সুধা,
মিলন বাসরে মিটাবে মোদের
চির মিলনের ক্ষুধা।

[বাহার]

শৃঙ্গার সপ্তক

(এক)

দুঃখ সুখের অতীত মোক্ষ
অধম জনায় কহে ;
মোর কাছে প্রিয়া মোক্ষ সে নয়
মোক্ষ আমার নহে ।

অরুণ-লোচনা চল চপলার
নীবি-বন্ধন খোলা ;
মোক্ষ আমার সেই জেনো প্রিয়া
অমিয় মাধুরী ঢালা ।

[ভিশায়]



(দুই)

সুধা কমলের কুসুম শয়নে
প্রিয়া কুচযুগ দলি,
মিলন বাসরে রমণীয় প্রেম
অরুণ কপোলে ঢালি।

"সুনয়না রমা মম প্রিয়তমা
মিছে কেন অভিমান,
নব মিলনের মধুনিশি হের
হয়ে এল অবসান"।

এ হেন মিনতি করিয়া প্রিয়ায়
হেম তনু লয়ে বুকে,
বাসনা আমার জাগিতে বাসর
প্রিয়ার পরশে সুখে।

[তুয়াম]

শৃ
ঙ্গা
র
রসাষ্টকং

(তিন)

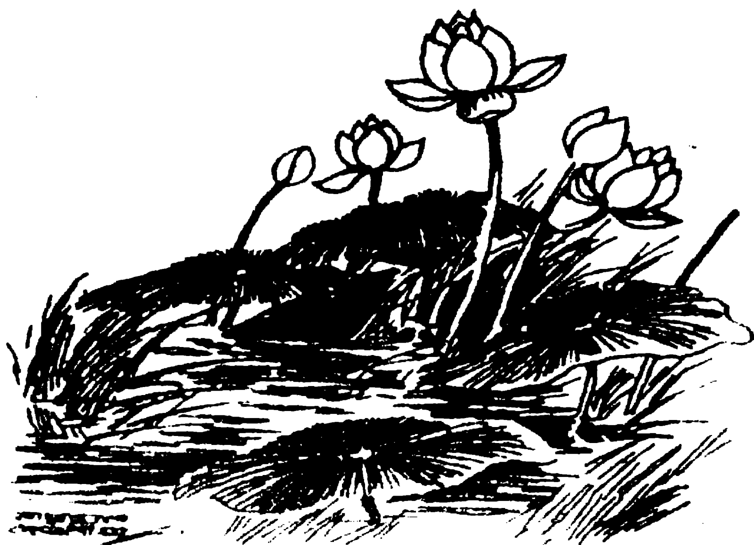
রজনীগন্ধা সখি ?
সজনী সন্ধ্যা আসিয়াছে কী গো
চাঁদের সুধায় মাখি ?

তনু মম তবে হইত শীতল
সুধাকর পরশনে,
বিজলী চমকে নভে কী গো সখি
কুলিশের বরিষণে।

একী দাবানল সায়র অতল
নাহিক সজনি হেথা,
মরমের বীণে বাজে কেন তবে
হারানো প্রিয়ের ব্যথা।

বুঝিনু সজনী বিরহিণী বধূ
পরাণ নাশিতে নিশা,
ধরার দেউলে নামিতেছে ধীরে
সৃজিয়া মিলন তৃষা।





(চার)

কান্তা বিরহে
মধু দীঘিকায়
নিশীথে কাঁদিছে চথা ;
তড়াগের নীরে
জুড়াইতে তনু
লিখিছে বিরহ লিখা।

মৃণাল ভুজের
পরশন আশে
সরসী মৃণাল পাশে ;
জানাইছে চথা
বিরহ তাহার
বেদনা বিধুর ভাষে।

[জাপান]

(পাঁচ)

সরসী হিয়ার,
অমিয় কমল,
হেরিয়া চক্রবাক ;
বুঝিল সেথায়,
উঠিয়াছে চাঁদ,
ছড়ায়ে রক্তরাগ।

কমল কপোলে স্বেদ বিন্দু,
ভ্রমেতে তারকা গণি
মৃণাল প্রিয়ায় কহিল না চথা,
তাহার মরম বাণী।

কোকনদ ছায়া হেরিয়া সজনি,
দিবারে ভাবিয়া নিশি ;
চক্রবাকের দিবা ও রজনী,
এক সাথে গেছে মিশি।





(ছয়)

মধুসুধা আশে মধুকর যবে,
কেতকী কুসুম বুকে ;
কমল ভাবিয়া তনুলতা তার,
এলাইয়া দিল সুখে।

নিভাল পরাগ আঁখি দীপ-শিখা
কণ্টকে কাটি পাখা ;
কেতকী কুসুমে মধুকর তাই,
সজনি ! পড়েছে ঢাকা।

ত্রি
বে
নী

শৃ
ঙ্গা
র
রসাষ্টক

(সাত)

শৈল তনয়া উমারাণী যবে,
মহেশ মিলন মাগি ;
তাপসীর বেশে সাধিছে সাধন
বল্কলে তনু ঢাকি।

ব্রহ্মচারীর রূপধরি তবে,
আশুতোষ সেথা আসি ;
শিবকালিমার রাহু হয়ে যবে,
গ্রাসিল শিবের শশী।

বিভূতি ভূষণ কুযশ শুনিয়া,
গিরিরাজ সূতা রোষে ;
চলিতে চরণ কুচ আবরণ,
সহসা পরিল খসে।





শৈল সূতার তনুলতা তবে,
সোহাগ মৃণাল ডোরে ;
উমাপতি এবে নিজ রূপ ধরি,
বাঁধিল যতন করে।

নীলকণ্ঠের পরশ লভিয়া,
বিপুল হরষ ভরে ;
অতনু বিলাসী উমারাণী তনু,
জাগিয়া উঠিল ধীরে।

চলিতে তখন না চলে চরণ,
কে যেন হরিল গতি ;
মহাদেব বুকে বন্দিনী উমা,
মদন পরশে রতি।

না পারে বহিতে তটিনী যেমন,
শৈল শিখর গ্রাসী ;
হারাইয়া গতি ফুলিয়া ফুলিয়া,
আপনাতে যায় মিশি।

মরণ বিজয়ী মহাদেবতার,
ভুজ বন্ধন ছিড়ি।
না পারে যাইতে পার্ব্বতী কভু,
না চাহে করিতে দেরী।



(আট)

প্রেমালিঙ্গনে বাহু বন্ধনে,
নবীনা যুবতী বালা ;
সারা নিশি জাগি তনুর কুসুমে,
গাঁথিয়া পূজার মালা।

রজনীর শেষে প্রভাত বেলায়,
আঁখি দুটী মুদে এলে,
বাতায়ন পথে নবারুণ রাগ,
পরশ বুলায়ে দিলে।

বায়স তখন কহিছে ডাকিয়া
রূপ গরবিণী প্রিয়া ;
ঝরাফুলদলে রচিয়া বাসর
রাঙায়োনা তব হিয়া।

